জানা অজানা মধুসূদন

খসরু পারভেজ

জানা অজানা মধুসূদন

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

জানা অজানা মধুসূদন
খসরু পারভেজ

Jana Ajana Madhusudan
by Khosru Parvez

প্রবন্ধ
Essay

প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
জসিম উদ্দিন

Email : info@kathaprokash.com
Facebook : facebook.com/kathaprokash
Youtube : youtube/kathaprokash
Web : kathaprokash.com

করপোরেট অফিস
কথাপ্রকাশ, সুইট ৮০২, লেভেল ৮, এসইএল রোজ-এন-ডেল
১১৬ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০
+৮৮০১৩২৪২৫৪৬৩০, +৮৮০১৩২৪২৫৪৬০০

সেলস সেন্টার, শাহবাগ
৭৩-৭৫ আজিজ সুপার মার্কেট (আন্ডারগ্রাউন্ড)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
+৮৮০২৪৪৬১২২১৬, +৮৮০১৭০০৫৮০৯২৯

সেলস সেন্টার, বাংলাবাজার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
+৮৮০২২২৩৩৫২০৭৩, +৮৮০১৩২৪২৫৪৬৩৩

কলকাতা শাখা
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, এ-৯/১০ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা ৭০০ ০৭৩
০৩৩২২৪১০৪০০, +৯১৬২৯১৮৮৯০৫৩

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

ISBN 978-984-99710-7-8

মূল্য ৳ ৬০০ ₹ ৬০০ $ ৩০ € ৩০ | Price ৳ 600 ₹ 600 $ 30 € 30

Jana Ajana Madhusudan
by Khosru Parvez

Published by Jashim Uddin

Kathaprokash, Suite-802, Level-8
SEL ROSE-N-DALE, 116 Kazi Nazrul
Islam Avenue, Banglamotor, Dhaka-1000
Phone : +8801324254630, +8801324254600

Cover Design : Mostafiz Karigar

Published February 2025

Printed by
Suborno Printers, 3/ka-kha, Patuatuli Lane
Dhaka 1100
+880247391925, +8801324254635

Buy online from
www.kathaprokash.com

or contact
+8801324254631, +8801324254633
(bkash Merchant number)

Inbox /*kathaprokash*

উৎসর্গ

কবি ও গবেষক
সৈকত হাবিব
বন্ধুবরেষু

প্রথম কথা

বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বিস্ময়কর প্রতিভা ও অদম্য কর্মশক্তি নিয়ে সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে প্রথম আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি হিসেবে বিশ্বের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিলেন তিনি। সাহিত্যের পুরানো ধ্যান-ধারণাকে পরিহার করে যে নবতর কাব্যভাবনা, কাব্যরীতির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন; তাঁরই প্রদর্শিত পথে বাংলা কাব্যসাহিত্য আজও অগ্রসরমান। আমাদের কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন আধুনিকতার পথপ্রদর্শক। তাই দুইশ বছর পরেও তিনি অনতিক্রান্ত। এই মহাপ্রতিভাধর কবির প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

মধুসূদনের জীবন যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি বৈচিত্র্যে ভরা তাঁর সাহিত্য। তাঁর জীবন ও সাহিত্যের অনেক দিক এখনো অনালোকিত। মধুসূদন আমার লেখালেখি, চর্চার অন্যতম বিষয়। তাঁকে নিয়ে ইতোপূর্বে আমার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তারপর আবারও মধুসূদন কেন? আমাকে অনেকেই এ প্রশ্ন করেন। কিন্তু মধুসূদনকে নিয়ে আমার চর্চার যেন শেষ নেই। যতই মধুসূদন পাঠে নিমগ্ন হই, ততই তিনি নতুন রূপে আবির্ভূত হন আমার সামনে। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা ও সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা ভিন্ন আঙ্গিকে তাই আমার সামনে বারবার উন্মোচিত হতে থাকে।

আজ থেকে এক যুগ আগে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদনবিষয়ক আমার প্রবন্ধ সংকলন *মধুসূদন: বিচিত্র অনুষঙ্গ* প্রকাশিত হয়। এই বইটি ওই বছরের সেরা

প্রকাশনা হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার ও মহাকবি মধুসূদন পদকের জন্য মনোনীত হয়। তারপর থেকে অদ্যাবধি বইটি সুধীসমাজে সমাদৃত হয়ে আসছে। *মধুসূদন: বিচিত্র অনুষঙ্গ* প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে মধুসূদনবিষয়ক পাণ্ডুলিপি প্রদানের আহ্বান আসতে থাকে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই একটা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে যায় না। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মধুসূদনকে উপস্থাপন করতে না পারলে যেন-তেনভাবে একটি বই প্রকাশ করা সমীচীন নয়; এটি ভেবে নতুন কোনো পাণ্ডুলিপি এতদিন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। যদিও ২০২৪ বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে আমার নিজের প্রকাশনী 'পত্রপুট' থেকে *মধুসূদনচর্চা: নির্বাচিত প্রবন্ধ*। *মধুসূদন: বিচিত্র অনুষঙ্গ* প্রকাশের পর থেকে লিখিত প্রবন্ধগুলো নিয়ে গ্রন্থবদ্ধ হলো *জানা অজানা মধুসূদন*।

যশ ও খ্যাতির জন্য দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন মধুসূদন। কিন্তু কখনো ভোলেননি, সাগরদাঁড়ীর কথা, জন্মভূমির কথা। 'সাগরদাঁড়ীর মধুসূদন' প্রবন্ধে সেই বিষয়টি উঠে এসেছে। প্রবন্ধটি লেখার বিষয় নির্ধারণ করে লেখা চেয়েছিলেন কলকাতার *সাংস্কৃতিক খবর* পত্রিকার সম্পাদক কবি কাজল চক্রবর্তী। প্রবন্ধটি *সাংস্কৃতিক খবর* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এটি দ্বিশতজন্মবর্ষে মধুসূদনকে নিয়ে দুই দেশে দুটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথমত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত শিমুল বড়ুয়া ও রেবা বড়ুয়া সম্পাদিত *মহাকবি মধুসূদন দত্ত: দ্বিশত জন্মবর্ষে স্মারকগ্রন্থ* এবং কলকাতার হিন্দু স্কুল থেকে প্রকাশিত গৌতম অধিকারী সম্পাদিত মধুসূদনের দ্বিশত জন্মবর্ষ *তিষ্ঠ ক্ষণকাল* সংকলনে। তার আগে এটির সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশিত হয় *ভারত বিচিত্রা*র জানুয়ারি ২০২৪ সংখ্যায়। তিনটি প্রবন্ধের নামকরণ একই হলেও তিনটির মধ্যে পাঠভেদ আছে। বর্তমান গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি যেহেতু লিখিয়ে নেওয়া, সেহেতু আমার আগের গ্রন্থের একটি প্রবন্ধের ছায়াপাত ঘটেছে এখানে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'প্রথম মধুসূদন'। এটি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি আয়োজিত মধুসূদনের জন্মবার্ষিকীতে আমার একক বক্তৃতার লিখিত রূপ। এটি নিয়মানুসারে বাংলা একাডেমির *উত্তরাধিকার* পত্রিকায় প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু আমার অলসতার কারণে এটি না পাঠানোয় ছাপা হয়নি। এ প্রবন্ধে মধুসূদনের একক সাফল্য ও মধুসূদনের রচনায় ভ্রান্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় প্রবন্ধটি 'শিক্ষক মধুসূদন' প্রথম প্রকাশিত হয় মধুসূদনজয়ন্তী স্মরণিকা *মধুকর*-এ। পরে এটির সংযোজিত ও সংশোধিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত তাপস মজুমদার সম্পাদিত *দ্বিশত বর্ষে মধুসূদন* স্মারকগ্রন্থে। শিক্ষক হিসেবে মধুসূদন কতখানি সফল ছিলেন, সেটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ প্রবন্ধ 'ব্যারিস্টার মধুসূদন'। ভাগ্যবিড়ম্বিত মধুসূদন ব্যারিস্টারি শিক্ষা অর্জনে কতখানি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তেমনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার অনুমতি পেতে কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেটি তুলে ধরা হয়েছে। আরও তুলে ধরা হয়েছে তাঁর আইন ব্যবসায় অসাফল্যের কথা। এটি এর আগে কোনো সংকলন বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

পঞ্চম প্রবন্ধটি 'মধুসূদনের সাহিত্যে নৈরাশ্যবাদ' প্রকাশিত হয়েছিল মধুসূদন স্মরণ বার্ষিকী *মধুকর*-এ। পরে এটি সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে শিবনারায়ণ রায় প্রতিষ্ঠিত সন্দীপ পাল সম্পাদিত *জিজ্ঞাসা* পত্রিকায়। *মধুকর*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি পরে সংশোধিত হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ ' কবি মধুসূদন ও মুসলিম সমাজ'। এটি বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশের সময় এটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই বর্তমান সংকলনে পত্রস্থ হলো। এ প্রবন্ধে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক মধুসূদনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

সপ্তম প্রবন্ধ 'কাব্য-নাটকের উৎসর্গপত্রে ও বিজ্ঞাপনে মধুসূদন'। বাংলা সাহিত্যে উৎসর্গপত্রের নিদর্শন মধুসূদনের রচনার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে আসে। সেকালে প্রকাশিত গ্রন্থে বিজ্ঞাপন ছাপানোর প্রচলন ছিল। এই প্রবন্ধে মধুসূদনের বৈচিত্র্যময় উৎসর্গপত্রগুলো এবং বিজ্ঞাপনগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এই শিরোনামে অন্য কেউ প্রবন্ধ লিখলেও সেখানে অনেক অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে। এ কারণে এই প্রবন্ধে উৎসর্গ ও বিজ্ঞাপনগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাঠকের কৌতূহল মেটাতে সক্ষম হবে আশা করি।

অনেকে বলেন মধুসূদন উত্তরাধিকারহীন কবি। এটি আদৌ সঠিক নয়। মধুসূদনের প্রদর্শিত পথে সমকালে এবং পরবর্তীকালে অনেক কবি তাঁদের কাব্য রচনা করেছেন। প্যারোডিও হয়েছে অনেকগুলো। সেসব সম্পর্কে যেসব

তথ্য পাওয়া গেছে তার একটি পরিসংখ্যান দেওয়ার চেষ্টা করেছি অষ্টম প্রবন্ধ 'মধুসূদনের কাব্যের প্যারোডি ও অনুকৃতি'-তে। এটিও আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

মধুসূদন একজন সফল অনুবাদক। তিনি বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। তাই তাঁর অনুবাদ সফল হয়েছে। নিজেই নিজের রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। ইংরেজিতে দীনবন্ধু মিত্রের *নীল-দর্পণ* নাটক অনুবাদ করেছিলেন, এটা নিয়ে মতভেদ আছে। প্রশ্ন আছে মধুসূদন আদৌ *নীল দর্পণ*-এর অনুবাদক কি না! এ বিষয়ে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছি 'অনুবাদক মধুসূদন' শীর্ষক নবম প্রবন্ধে। এটি সম্পূর্ণ নয়। এর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল *মধুকর*-এ।

কপোতাক্ষ তীরে শুধু মধুসূদন নন, জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় আরবি শিখতে আসতেন মধুসূদনের ফারসি শিক্ষকের কাছে। মধুসূদন ও প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন-আচরণে, ইংরেজ বিরোধিতায় সাযুজ্য খুঁজে লেখা হয়েছে দশম প্রবন্ধে 'মধুসূদন ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়'। এটিও প্রকাশিত হয় *মধুকর*-এ। পরে প্রফুল্লচন্দ্র গবেষক রণজিত মণ্ডল সম্পাদিত পত্রিকা *প্রফুল্ল কানন*-এ।

বাংলা একাডেমির পাণ্ডুলিপি পরীক্ষক হিসেবে আমার হাতে আসে একটি বৃহৎ পাণ্ডুলিপি 'মধুসূদন সমালোচনার ধারা (১৮৪৯-১৮৭৩)'। পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা বা নিরীক্ষার সময় রচয়িতার নাম উল্লেখ থাকে না। পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করার কালে আমি দেখলাম সমকালে মধুসূদনের কাব্য বা নাটক সম্পর্কে লেখক অনেক নতুন পত্র-পত্রিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যেগুলো অন্যান্য জীবনীগ্রন্থ, এমনকি ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র বা ড. গোলাম মুরশিদের গ্রন্থে পাইনি। আদ্যোপান্ত এই পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষণের সময় আমি সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতিসমূহের নোট রাখি। পাণ্ডুলিপি দেখা শেষ হলে বাংলা একাডেমির তৎকালীন উপপরিচালক ড. তপন বাগচী আমাকে জানান, এটির লেখক ড. সুকুমার রায়। তিনি প্রয়াত হয়েছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ডক্টরেট প্রাপ্তির গবেষণাপত্র ছিল এটি। যা বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশের অপেক্ষায়। আমি আমার একাদশতম প্রবন্ধে অন্যান্য রচনার পাশাপাশি ড. রায়ের উপস্থাপিত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ *মধুসূদন: ব্যক্তি ও সৃষ্টি*তে 'সমকালীন পত্র-পত্রিকায় মধুসূদন প্রসঙ্গ' স্বপন বসুর যে প্রবন্ধটি আছে, সেটিও অসম্পূর্ণ। আমি চেষ্টা করেছি সমকালীন

পত্র-পত্রিকায় মধুসূদনের বিষয়টি নিয়ে একটি সম্পন্ন প্রবন্ধ রচনার। আশা করি এ বিষয়ে অনেক পাঠক, গবেষকের কৌতূহল মেটাবে প্রবন্ধটি।

মধুসূদনের অমর সৃষ্টি *মেঘনাদবধ কাব্য*। এ কাব্য নিয়ে নিজের আগ্রহ, অভিব্যক্তি, সৃষ্টির প্রেরণা সবকিছু বন্ধুকে লেখা চিঠিতে তিনি অকপটে বলেছেন। প্রবন্ধটি আগে প্রকাশিত হয়েছিল আমার *বাঙালির বিস্ময়: মেঘনাদবধ কাব্য* সংকলনে। সংকলনে প্রকাশিত লেখা একক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অনুমোদন যোগ্য। এই চিন্তায় প্রবন্ধটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হলো।

আমরা জানি, মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি খ্রিস্টধর্মের আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন না। তাই তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কেউ কেউ বলেন তিনি শুধু বিলেত যাওয়ার জন্য ধর্মত্যাগ করেছিলেন, অথবা বিয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ধর্মত্যাগ করেছিলেন। কোনটা সত্যি? মধুসূদনের মৃত্যুর পর একদিন মর্গে পড়েছিল তাঁর মরদেহ। খ্রিস্টসমাজ তাঁদের সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে আপত্তি করে। কেন এমনটি ঘটেছিল? সেসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে গ্রন্থস্থিত 'কবি মধুসূদনের ধর্মচিন্তা' শিরোনামের ত্রয়োদশ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি কলকাতা থেকে প্রকাশিতব্য একটি স্মারকগ্রন্থের জন্য লেখা হয়েছে।

এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'ভ্রান্তির ছলনে আমাদের মধুসূদন'। মধুসূদনের জীবন নিয়ে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। তাঁর জীবন নিয়ে জড়িয়ে রয়েছে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, কিংবদন্তি, গাল-গল্প। শুধু জনশ্রুতি নয়, অনেক জীবনীকারও সেসব গাল-গল্পকে সত্য ধরে নিয়ে পরিবেশন করেছেন তাঁদের গ্রন্থে। আমি সেগুলো শনাক্ত করে সঠিক সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সঠিক মধুসূদনকে খুঁজে পাবেন কৌতূহলী পাঠক। প্রবন্ধটি রহমান মজিদ সম্পাদিত শিল্প সাহিত্যের কাগজ *অহনায়* সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। একটি স্মারকগ্রন্থেও এটি প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। যতদূর সম্ভব সেটা পরিহারের চেষ্টা করেছি। প্রবন্ধগুলো যথেষ্ট উদ্ধৃতিবহুল। মধুসূদনের চিঠিপত্র অনেককিছুর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। যে কারণে আমার প্রবন্ধসমূহে মধুসূদনের চিঠিপত্রের অধিক উদ্ধৃতি চোখে পড়বে। মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যকে চিঠিপত্রের আলোকে মিলিয়ে এর আগে গবেষকগণ কম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। সেক্ষেত্রে আমি তাঁর চিঠিপত্রের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।

মধুসূদনবিষয়ক লেখা আরও কয়েকটি প্রবন্ধ রয়ে গেল। কেননা, *মধুকর*সহ প্রকাশিত অনেক পত্রিকা সংগ্রহে নেই। খুঁজে পেলে আগামীতে হয়তো অন্য কোনো গ্রন্থে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রথমদিকে বলেছিলাম, বিভিন্ন প্রকাশনী আমার মধুসূদনবিষয়ক পাণ্ডুলিপি প্রকাশে আগ্রহী। কিন্তু *কথাপ্রকাশ*-কে বাদ দিয়ে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার জসিম উদ্দিন আমাকে বলেছিলেন, মধুসূদনবিষয়ক কোনো পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলে তাঁকে না জানিয়ে অন্য কোনো প্রকাশককে না দিতে। আমি তাঁর ভালোবাসা, আন্তরিকতার কাছে এতখানি ঋণী যে, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য প্রকাশনীতে মধুসূদনবিষয়ক পাণ্ডুলিপি পাঠাতে পারি না। অন্যবারের মতো এবারও তাঁর মধুপ্রীতি আমাকে আপ্লুত করেছে। তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

মধুসূদনচর্চা ও গবেষণায় গোলাম মুরশিদের *আশার ছলনে ভুলি* একটি আকর গ্রন্থ। এই বইটি বাদ দিয়ে মধুসূদনবিষয়ক কোনো আলোচনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। তাঁর লেখার অনেক ভিন্নমতও তিনি সাদরে গ্রহণ করতেন। আমার এই ভূমিকা লেখার সময়ই গত ২২ আগস্ট ২০২৪ তিনি পরলোকগমন করেন। প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসহ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

গ্রন্থটি প্রকাশে বরাবরের মতো বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন বন্ধু কবি মকবুল মাহ্‌ফুজ। আত্মজপ্রতিম সৌরভ জয় এটি গ্রন্থবদ্ধ করতে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিয়েছে।

পূর্বের গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটি মধুসূদনের অনেক অজানিত অধ্যায় সম্পর্কে পাঠককে আগ্রহী করে তুলবে, এটা আমার একান্ত বিশ্বাস। সবাইকে মধুময় শুভেচ্ছা।

খসরু পারভেজ
২৫ জুলাই ২০২৪
khondkar.khosru62@gmail.com

সূচি

সাগরদাঁড়ীর মধুসূদন	১৫
প্রথম মধুসূদন	৪০
শিক্ষক মধুসূদন	৫২
ব্যারিস্টার মধুসূদন	৬৪
মধুসূদনের সাহিত্যে নৈরাশ্যবাদ	৭৯
কবি মধুসূদন ও মুসলিম সমাজ	৯৪
কাব্য-নাটকের উৎসর্গপত্রে ও বিজ্ঞাপনে মধুসূদন	১০৬
মধুসূদনের কাব্যের প্যারোডি ও অনুকৃতি	১২৯
অনুবাদক মধুসূদন	১৪২
মধুসূদন ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৫৯
সমকালে পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে মধুসূদন	১৭২
মধুসূদনের চিঠিপত্রে মেঘনাদবধ কাব্য	২০২
কবি মধুসূদনের ধর্মচিন্তা	২১৪
ভ্রান্তির ছলনে আমাদের মধুসূদন	২২৮

সাগরদাঁড়ীর মধুসূদন

সবুজ সুষমায় ঘেরা ব্রিটিশ বাংলার একটি অজগ্রাম যশোরের সাগরদাঁড়ী। পাশ দিয়ে সাগরের দিকে খরস্রোতে ছুটে চলেছে কপোতাক্ষ নদ। প্রবহমান এই নদের অনতিদূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল অট্টালিকা। এখানে প্রতিপত্তিশালী দত্ত পরিবারের বসবাস।

দত্ত বাড়িতে আজ আনন্দ উৎসব। পূজা-অর্চনার আয়োজন। ঢাকঢোলের শব্দে চারপাশ মুখরিত। বাজি ফুটছে। বিতরণ হচ্ছে মিষ্টি-মিঠাই। এই আনন্দ আয়োজনে শামিল হয়েছে সাগরদাঁড়ীসহ আশেপাশের সুধী সমাজ, হিন্দু-মুসলিম সব প্রজা, খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। ঢেঁড়া পিটিয়ে সবাইকে ডেকে আনা হয়েছে। আজ সকালে জাহ্নবী দেবীর কোল আলো করে এসেছে এক পুত্রসন্তান। নাম রাখা হয়েছে মধু, শ্রী মধুসূদন দত্ত। পুত্রলাভের আনন্দ রাজনারায়ণ দত্ত একাই উপভোগ করবেন, তা কী করে হয়! এই আনন্দ তিনি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চান। তাই পুত্রলাভের ঘোষণার পাশাপাশি তিনি সমবেত প্রজা সাধারণের জন্য এক বছরের খাজনা মওকুফের ঘোষণা দিলেন। চারপাশে ধ্বনিত হলো 'জয়, রাজনারায়ণ দত্তের জয়'। দিনটি ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি, শনিবার। মধুসূদনের জন্মের সময়ের এই ঘটনা আজও সাগরদাঁড়ী এলাকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

২

মধুসূদন দত্তের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বালি গ্রামে। প্রথম পুরুষ শ্রী রামরাম দত্ত। তিনি হাওড়া থেকে পূর্ববঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করেন তৎকালীন চব্বিশ পরগনার (বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার, তালা থানার) গোপালপুর গ্রামে। রামরাম দত্তের পুত্র রামকিশোর দত্ত। রামকিশোরের তিন পুত্র—রামনিধি দত্ত, দয়ারাম দত্ত এবং মানিকরাম দত্ত। রামকিশোরের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনিধি দত্ত অন্য ভাইদের নিয়ে গোপালপুর ছেড়ে সাগরদাঁড়ী এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সাগরদাঁড়ী ছিল তাঁদের মাতুলালয়। সম্ভবত দারিদ্র্য এবং অভিভাবকের অভাবই তাঁকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করেছিল।

সাগরদাঁড়ী এসে খুব সচ্ছলতার ভেতর দিয়ে রামনিধি তাঁর জীবন অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর পেশাগত পরিচয় আমাদের অজানা। ধারণা করা যায়, সাগরদাঁড়ী এসে তিনি মাতৃকুলের জমিজমা দেখাশোনা করতেন। আর সেই সামান্য জমিজমার আয় থেকেই সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। রামনিধির চার সন্তান রাধামোহন দত্ত, মদনমোহন দত্ত, দেবীপ্রসাদ দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রাজনারায়ণ দত্ত মধুসূদনের গর্বিত পিতা।

অসচ্ছল হয়েও রামনিধি তাঁর সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পুত্র রাধামোহন সেই সময়ের রাজভাষা ফারসি শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। জানা যায়, রাধামোহন যথেষ্ট শিক্ষিত হওয়ার পরও পরিশ্রমবিমুখ ছিলেন। পিতা রামনিধি দত্ত তাঁর পুত্রকে এ জন্য কঠোর তিরস্কার করলে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং যশোর শহরের কাছাকাছি এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করে কাজ-কর্ম খুঁজতে থাকেন। এ সময়ে যশোর জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে ফারসি ভাষায় লেখা একখানি রিপোর্ট আসে, ডেপুটি সাহেব এবং তাঁর অফিসের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী সেই রিপোর্টের পাঠোদ্ধার করতে পারছিলেন না। যে-কোনো কারণে যুবক রাধামোহন সেখানে উপস্থিত